কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় বিচারপতি **(গন): তপোব্রত চক্রবর্তী, মাননীয় বিচারপতি ,পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি।**

দীপক বসাক বনাম গৌতম মুখার্জী

এফএ-134 অফ 2018, নিষ্পত্তি হয়েছিল 28/04/2023

(A) সুনির্দিষ্ট রিলিফ আইন (47 অফ 1963), ধারা - 6, দখল পুনরুদ্ধারের জন্য স্যুট - মালিকানা প্রমান আবেদন যে বিবাদীদের মা/শাশুড়ি ক্রেতার পক্ষে মামলাধীন সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন - তারপর বিবাদীরা তাকে সেখান থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করেছে - বিক্রয় দলিলগুলি নিবন্ধনে প্রায় 15 বছর বিলম্ব, ব্যাখ্যা করা হয়নি - ক্রেতা যে মামলা সম্পত্তির হস্তান্তরের বিক্রয় দলিলের দখল পেয়েছিলেন তা প্রমাণ করার জন্য কোনও সাক্ষী হাজির করা হয়নি-ক্রেতা বলেছিলেন যে সম্পত্তি উক্ত মায়ের নামে ছিল তা দেখানোর জন্য তাঁর কাছে কোনও দস্তাবেজ ছিল না - ক্রেতা উচ্চ মাত্রার সম্ভাবনা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যাতে বিবাদীদের উপর দায়ভার দেওয়া যায় - দখল এবং মালিকানার বিষয়টি ক্রেতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি - তিনি বহিরাগত ক্রেতা ছিলেন এবং যৌথ মালিকানা দাবী করার অধিকারী ছিলেন না।দখল পুনরুদ্ধারের জন্য স্যুট খারিজ যথার্থ।

(অনুচ্ছেদ 20,21)

(B) সুনির্দিষ্ট রিলিফ আইন (47 অফ 1963), ধারা - 34, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (4 অফ 1882), ধারা - 54, - ঘোষণা করার জন্য মামলা - পুত্র ও পুত্রবধূ আবেদন করেন যে তাদের মৃত মা/শাশুড়ির দ্বারা ক্রেতার পক্ষে সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলি অবৈধ ঘোষণা করা হোক - সেই পুত্রকেও মামলা সম্পত্তির যথার্থ সহ-মালিক ঘোষণা করা হোক, যথা মা বেনামীতে মামলা সম্পত্তি ধারণ করেছিলেন এবং তাদের বাবা প্রকৃত মালিক ছিলেন - পুত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি যে দলিলে বাম আঙুলের যে ছাপ ছিল তা তার মায়ের ছিল না - পুত্র পরে স্বীকার করে যে মা সম্পত্তির পূর্ণ মালিক ছিলেন - সাক্ষী বলেছিলেন যে মা তার মাতুলকূল থেকে মামলা সম্পত্তি পেয়েছিলেন - বিক্রয় দলিলগুলি অবৈধ ঘোষণার দাবি অস্বীকার সঠিক।

(অনুচ্ছেদ 23,24)

উল্লেখিত মামলাঃ **কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ**

(2015) C.O. No.1190 অফ 2015, তাং. 22-06-2015 (Cal) অনুচ্ছেদ.(7)

AIR 2010 SC 211 :2009 AIR SCW 5861 Para No.(11)

আইনজীবীদের নাম

আবেদনকারীর পক্ষে প্রবাল কুমার মুখার্জি, সিনিয়র অ্যাড. , সুসেনজিৎ বনিক, মিস সুতপা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল সাহা; এবং বিবাদী পক্ষে শিব প্রসাদ মুখার্জি, দেবাঞ্জন মুখার্জি, শুভজিৎ বোস।

1.**তপোব্রত চক্রবর্তী, বিচারপতি - শিয়ালদহের** বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) স্মল কজ কোর্ট ও দায়রা আদালত কর্তৃক 2017 সালের 27শে জানুয়ারি তারিখে

টাইটেল স্যুট নং 18 অফ 2010 -এ রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন, যেখানে দীপক বসাকের (সংক্ষেপে দীপক) দায়ের করা স্যুট মামলা এবং বিবাদীগণ গৌতম মুখার্জি (সংক্ষেপে গৌতম) ও রানী মুখার্জির (সংক্ষেপে রানী) পাল্টা দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। যা এই বর্তমান আপিলের বিচার্য।স্যুট মামলা খারিজ করার বিরুদ্ধে আপিলটি 2018 সালের FA 134 হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপিলটি 2023 সালের FA 66 হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

যেহেতু উভয় আপিলই একই রায় থেকে উদ্ভূত হয়, তাই একসাথে শুনানি করা হয়েছে।

2.আবেদনপত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী দেবী (সংক্ষেপে, সরস্বতী) কোলকাতা-700004-এর উল্টাডাঙ্গা রোডের জমি ও ভবনের পূর্ণ মালিক ছিলেন।বাদী, দীপক জানতে পেরেছিলেন যে সরস্বতী উক্ত ভবনের দ্বিতীয় তলার ছাদ সহ পুরো নিচতলা, দ্বিতীয় তলার নিষ্পত্তি করতে আগ্রহী ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি 4, 00,000/- এর বিনিময়ে এটি কেনার জন্য তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।উভয় পক্ষই সম্মত হয়ে, 2000 সালের 16ই নভেম্বর ৪00,000/- প্রদানে দুটি পৃথক দলিল কার্যকর করা হয়।এরপরে, স্যুট সম্পত্তির দখল দীপকের হস্তান্তরিত করা হয় এবং তিনি তাঁর জিনিসপত্র সেখানে রেখে দেন।বিবাদী নং 1 , অর্থাৎ, গৌতম, সরস্বতীর পুত্র এবং বিবাদী নং 2 অর্থাৎ, রানী হলেন গৌতমের স্ত্রী, যারা ভবনের 1ম তলায় বসবাস করছেন। সরস্বতী স্যুট সম্পত্তির নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার বাসিন্দা ছিলেন এবং সম্পত্তি হস্তান্তরের পর 2000 সালের 16ই জানুয়ারি তিনি তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা দোলা চক্রবর্তীর সঙ্গে কোলকাতা ছেড়ে মুম্বাই চলে যান। পরের দিন, গৌতম ও রানী কিছু অসামাজিক (ব্যক্তি) স্যুট সম্পত্তির নিচতলা ও দ্বিতীয় তলায় তালা লাগিয়ে দেন এবং দীপককে স্যুটের সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে বাধা দেন।এর ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে দীপক একটি 144(2) ফৌজদারি কার্যবিধির (সংক্ষেপে, উক্ত বিধি) ধারায় পিটিশন দায়ের করেন শিয়ালদহের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে।মামলাধীন সম্পত্তিতে গৌতম ও রানীর কোনও অধিকার, মালিকানা ও স্বার্থ নেই এবং তারা আইন লঙ্ঘন করে বাদীকে মামলাধীন সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত করেন এবং সে কারনে এই মামলা।

3. বিবাদী গৌতম ও রানী 2002 সালের 27শে মার্চ একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে দাবি করেন যে সরস্বতী কখনও দীপকের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করার প্রস্তাব দেননি এবং যে কাজগুলি কার্যকর করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে তা অবৈধ ও বাতিল।মূল দলিলটি বানানো হয়েছে কারণ সরস্বতীর স্বাক্ষর করার বা কোনও আঙুলের ছাপ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না কারণ তিনি সেই সময়ে গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিলেন।সরস্বতী সর্বদা বাংলায় তাঁর স্বাক্ষর রাখতেন এবং দোলা গৌতম ও রানীর হেফাজত থেকে সরস্বতীকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলেন।দলিলে আঙুলের ছাপ সরস্বতীর নয়।যদি এই ধরনের কোনও দলিল কার্যকর করা হয়ে থাকে, তবে তার বিষয়বস্তু কখনও সরস্বতীর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়নি এবং তিনি বিনিময় অর্থও পাননি।এই কাজগুলির একমাত্র সাক্ষী ছিলেন ষড়যন্ত্রকারী দোলা , যিনি মুম্বাইয়ের বাসিন্দা, যার উদ্দেশ্য ছিল গৌতমকে মামলা সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা।গৌতম এবং রানী স্যুট সম্পত্তিতে তালা লাগানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।দীপক কখনই

মামলার সম্পত্তির কোনও অংশের দখল পাননি এবং তাঁকে উচ্ছেদ করা যায় না।

4.এরপর 2015 সালের 4ঠা জুলাই গৌতম পাল্টা দাবি করেন যে, 2000 সালের 16ই নভেম্বরের কথিত দুটি ক্রয় চুক্তি দলিল সরস্বতী দ্বারা দীপকের পক্ষে কার্যকর করা হয়নি এবং সেগুলি অবৈধ এবং বাতিলযোগ্য, এই দাবি করে যে সরস্বতী নিছক একজন নামধারী দখলীকার ছিলেন এবং তাঁর পিতা প্রয়াত সনৎ মুখার্জির বেনামী সম্পত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।তাঁর পিতার মৃত্যুর পর, সরস্বতী তাঁর পুত্র এবং দুই কন্যা সহ বৈধ উত্তরাধিকারী হন এবং একমাত্র পুত্র হওয়ায় গৌতম সহ-মালিক এবং ন্যায্য দখলদার হিসাবে মামলাধীন সম্পত্তির সহ- অধিকারী হন এবং দীপক কেবলমাত্র সরস্বতীর কাছ থেকে মামলা সম্পত্তির কোনও অংশ কেনার অধিকারী ছিলেন না।16ই নভেম্বর, 2000 তারিখের ক্রয় দলিলগুলি জাল এবং প্রস্তুত করা হয়।কোনও বিনিময় অর্থ কখনও উক্ত দলিলগুলির মাধ্যমে দেওয়া হয়নি এবং এগুলিকে অকার্যকর দস্তাবেজ হিসাবে ঘোষণা করা দরকার।সরস্বতী 1994 সাল থেকে শারীরিক অক্ষমতায় ভুগছিলেন যখন তিনি 'সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস' দ্বারা আক্রান্ত হন এবং 1995 সালে আবার আক্রান্ত হন এবং সেই সময় থেকে সরস্বতী তাঁর সমস্ত স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন।তিনি নিজে থেকে নড়াচড়া করতে ও কাজ করতে পারতেন না এবং তার সমস্ত মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

5. বাদী/দীপক পাল্টা দাবির বিরুদ্ধে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করে অস্বীকার করেন যে সরস্বতী তাঁর স্বামীর জন্য মামলা সম্পত্তি বেনামদার হিসাবে ধরে রেখেছিলেন।সরস্বতী তাঁর একচেটিয়া সম্পত্তি হিসাবে স্যুট সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং গৌতম কখনই পুরো স্যুট সম্পত্তি দখল করেননি এবং দলিলগুলি সম্পাদনের বিষয়ে তাঁর বোনদের যৌথ উদ্যোগের অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন।সরস্বতী দলিলগুলি এবং এর বিষয়বস্তুগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে দলিলগুলি যথাযথভাবে সম্পাদন করেছিলেন।সরস্বতী শারীরিক অক্ষমতা বা স্মৃতিশক্তি হ্রাসের সমস্যায় ভুগছিলেন না।

6.প্রোফর্মা বিবাদী নং 3 , অর্থাৎ, দোলা মামলায় হাজির হন এবং দীপকের মামলাটিকে সমর্থন করে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন।তিনি স্বীকার করেছিলেন যে দলিলগুলি সম্পাদনের পরে দীপককে মামলা সম্পত্তির দখল দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে সরস্বতী তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকতেন।

7. সওয়াল বিবেচনা করে, নিম্ন আদালত নিম্নলিখিত বিবেচ্য বিষয়গুলি তৈরি করেছেঃ

i. মামলা এবং পাল্টা দাবি কি তার বর্তমান আকারে বজায় রাখা যায়?

ii. বাদী/বিবাদী এই মামলা এবং পাল্টা দাবি দায়ের করার কোনও কারণ আছে কি?

iii. বাদী কি মামলার সম্পত্তির বৈধ মালিক?

iv. বাদী কি মামলা সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী?

v. আবেদন অনুযায়ী বাদী কি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী?

vi. বাদী/বিবাদীরা আর কোন সুরাহা পাওয়ার অধিকারী?

পাল্টা দাবি গ্রহণের পর, মাননীয় হাইকোর্টের C.O. No.1190/2015 মামলায় 22.06.2015 তারিখের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত তিনটি অতিরিক্ত বিষয় পুনরায় গঠণ করা হয়েছিলঃ

vii. বিবাদী-1 কি মামলা সম্পত্তির বৈধ দখলকারী?

viii. 16.1.2000 তারিখের দলিলগুলি কি আইনসিদ্ধ, বৈধ এবং পক্ষগুলির উপর প্রযোজ্য?

ix. বিবাদী-1 কি মামলা সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত সহ-মালিক?

8.আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্যের সমর্থনে, বাদী নিজেকে পিডব্লিউ-1 হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং 16ই নভেম্বর, 2000 তারিখের বিক্রয় দলিলগুলি জমা দেন, যা প্রদর্শ নম্বর 1 এবং 2 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।গৌতম বিবাদীদের একমাত্র সাক্ষী হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন এবং 144 ফৌজদারি ধারায় দাখিল M.P. Case No.2614/2000 পিটিশনের প্রত্যয়িত অনুলিপি, উক্ত M.P. Case-এর পুলিশ প্রতিবেদনের প্রত্যয়িত অনুলিপি তথা উক্ত M.P. Case-এর 10ই নভেম্বর, 2000 এবং 14ই নভেম্বর, 2000 তারিখের আদেশগুলির প্রত্যয়িত অনুলিপি জমা দেন , যেগুলি যথাক্রমে প্রদর্শ নম্বর A, A/1, A/2 এবং A/3 হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 17ই জুন, 1986 তারিখের বণ্টন দলিলের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদর্শ নং B হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 21শে আগস্ট, 1960 তারিখের একটি ভাড়ার রসিদ এবং 14ই ফেব্রুয়ারি, 2007 তারিখের নিষেধাজ্ঞা আদেশের প্রত্যয়িত অনুলিপি যথাক্রমে প্রদর্শ সংখ্যা C এবং D হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।বাবিন চ্যাটার্জি নামক একজন তলব করা সাক্ষী হিসাবে হাজির হন এবং তাকে D.W.2. হিসাবে জেরা করা হয়।মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন, প্রোফর্মা বিবাদী সরস্বতী মারা যান এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর দুই কন্যা, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দোলা চক্রবর্তী।

9. নীচের আদালত বিচারাধীন রায় ও ডিক্রি দ্বারা আপিলকারীর এই যুক্তিটিকে অবিশ্বাস করে মামলাটি খারিজ করে দেয় যে মামলা সম্পত্তির দখল প্রদান তার পক্ষে কার্যকর হয়েছিল কারণ আপিলকারীকে দখল প্রদানের ক্ষেত্রে এই ধরনের ইতিবাচক দাবি প্রতিষ্ঠার শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছিল।বিদ্বান আদালতের মতে, দখল পুনরুদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের জন্য একটি ডিক্রি মঞ্জুরের জন্য আপিলকারীর জবানবন্দি অপর্যাপ্ত ছিল।বিদ্বান আদালতও বাদীর দাবির সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল কারণ দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রায় 15 বছর বিলম্বের বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।বিবাদীগণের পাল্টা দাবিও বিদ্বান আদালত দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ উক্ত বিবাদীগণ সরস্বতী গুরুতর শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এই বিষয়টি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং আরও যে বিক্রয় দলিলগুলিতে বুড়ো আঙুলের ছাপ সরস্বতীর নয়।বিবাদীগন দোলা কে তলব না করার এবং তাকে জেরা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যদিও সে বিক্রয় দলিলের সাক্ষী ছিল, পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞ আদালতকে গুরুত্ব দিয়েছিল।দলিলগুলির বৈধতা সম্পর্কে অনুমানও বিবাদীগন দ্বারা দায়ের করা নথিতে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে বিঘ্নিত করা যায়নি এবং সেই অনুযায়ী তাদের পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

10. আইনজীবী শ্রী প্রবাল কুমার মুখার্জি আবেদনকারীর হয়ে FA 134 of 2018 মামলায় /বিবাদীর হয়ে FA 66 of 2023 মামলায় জমা দিয়েছেন যে, অধুনা মৃত সরস্বতী কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় দলিলগুলির দ্বারা দীপক মামলাধীন সম্পত্তির বৈধ মালিক হয়েছিলেন।দোলা উক্ত দলিলগুলির অন্যতম সাক্ষী ছিলেন এবং তিনি আপিলকারীর পক্ষে এটি কার্যকর করার কথা স্বীকার করেছিলেন।গৌতমও তাঁর জবানবন্দি চলাকালীন স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর মা মামলাধীন সম্পত্তির পূর্ণ মালিক ছিলেন।গৌতমের খুড়তুতো ভাই বাবিন চ্যাটার্জির (সংক্ষেপে, বাবিন) জবানবন্দির মাধ্যমেও এটি প্রমাণিত হয়।তাঁর জবানবন্দি চলাকালীন বাবিন বলেছিলেন যে 'সরস্বতী দেবী তাঁর মাতুলকুল থেকে সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন'।

11.তিনি যুক্তি দেন যে বিক্রয় দলিলগুলি নিবন্ধিত এবং এতে সম্পত্তির মোট হস্তান্তরের একটি দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা রয়েছে।একটি নিবন্ধিত দস্তাবেজ থেকে এটা অনুমান করা যায় যে যে এটি বৈধভাবে কার্যকর করা হয়েছিল এবং সেকারনে এই ধরনের নথির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা পক্ষের উক্ত কাজ আইনানুগভাবে হয়নি, তা প্রমান করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই ধরনের বিতর্কের সমর্থনে আব্দুল রহিম ও অন্যান্য বনাম ও শেখ আব্দুল জাব্বার ও অন্যান্য-এর মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করা হয়েছে।যা (2009) 6 SCC 160 - তে রিপোর্ট হয়েছে। (AIR 2010 SC 211).

12. তিনি দাবি করেন যে দলিলগুলি কার্যকর করার তারিখে সরস্বতী দীপককে শান্তিপূর্ণ খালি দখল হস্তান্তর করেছিলেন। কিন্তু 2000 সালের 17ই নভেম্বর, তাকে জোর করে উচ্ছেদ করা হয় এবং দীপক তার দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে একটি আবেদন দায়ের করেন 144 ধারায়।এই ধরনের ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে, নিম্ন আদালতটির উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, আপিলকারীর পক্ষ থেকে পরিদর্শন চেয়ে তার উচ্ছেদ প্রতিষ্ঠার কোনও প্রয়োজনীয়তা ছিল না।

13. শ্রী মুখার্জির মতে, বিদ্বান বিচারক নির্দিষ্ট রিলিফ আইনের 34 ধারার পরিধি এবং উপযোগিতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন এবং এই ভিত্তিতে অগ্রসর হন যে আবেদনকারীর দ্বারা চাওয়া ঘোষণাটি অযৌক্তিক ছিল কারণ সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকারকে বিপন্ন করার মতো কোনও প্রমাণ সামনে আসেনি।এই ধরনের অনুসন্ধান এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত যে 'সাক্ষ্য-প্রমান থেকে দেখা যায় যে পুরো লেনদেনটি একটি কাগজের লেনদেন ছাড়া আর কিছুই ছিল না'।

14. তিনি আরও বলেন যে, গৌতম এই বিষয়ে অবগত ছিলেন যে, দোলা এই দলিলের সাক্ষী ছিলেন এবং তিনি একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছিলেন, তিনি দোলা কে তলব করার বা তাকে জেরা করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেননি এবং এই কাজগুলি অবৈধ ছিল তা প্রতিষ্ঠিত করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং বিদ্বান আদালত যথাযথভাবে বিবাদীগনের পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

15. আবেদনপত্রে করা বক্তব্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শ্রী শিবপ্রসাদ

মুখার্জি, বিবাদী গৌতমের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী বলেন যে, দীপক সরস্বতীর কাছে যে আবেদন করেছিলেন তার কোনও যথাযথ তথ্য ছিল না এবং ফলস্বরূপ সরস্বতী বাড়ির সম্পত্তির নিচতলা ও দ্বিতীয় তলাটি কেবলমাত্র চার লক্ষ টাকার বিবেচনায় বিক্রি করতে রাজি হয়েছিলেন, যদিও 2000 সালে উল্টাডাঙ্গা রোডে অবস্থিত সম্পত্তির মূল্য ছিল 55 লক্ষ টাকার কাছাকাছি।আবেদনপত্রে বলা হয়েছে যে, 2000 সালের 16ই নভেম্বর বিক্রয় দলিলটি কার্যকর করা হয়েছিল এবং সেই একই তারিখে দীপককে শান্তিপূর্ণভাবে খালি জমি হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং উক্ত তারিখেই সরস্বতী দোলাকে নিয়ে কলিকাতা থেকে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন এবং ঠিক পরের দিনই অর্থাৎ2000 সালের 17ই নভেম্বর,বিবাদীগন সমাজবিরোধীদের সাথে মিলে উক্ত ভবনের নিচতলার ফ্ল্যাটে এবং দ্বিতীয় তলার ফ্ল্যাটে দীপকের লাগানো প্যাড লকের উপর তালা ও চাবি লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনা 144 (2) ধারার অধীনে একটি আবেদনের মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং আরও বলা হয়েছিল যে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের দ্বারা বিদ্বান আদালতে একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল।যাইহোক, এই ধরনের কোনও প্রতিবেদন প্রদর্শিত হয়নি এবং তাঁর জেরা চলাকালীন গৌতম বলেছিলেন যে 2000 সালের 17ই নভেম্বর বিবাদীরা তাঁকে বাধাদান করে এবং যদিও তিনি 144 ধারায় একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, তিনি পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি।

16. তিনি যুক্তি দেন যে গৌতম ও রানী সরস্বতীকে নির্যাতন করেছিলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা একেবারেই ভিত্তিহীন।গৌতমের বাবা সনৎ সরস্বতীকে নিয়ে গৌতম এবং রানীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে মামলাধীন সম্পত্তিতে থাকতেন।শেষ পর্যন্ত 2000 সালের 5ই জুন সনৎ মারা যায় এবং তারপরেও বিক্রয় দলিলগুলি কার্যকর করার তারিখ পর্যন্ত গৌতম ও রানী সরস্বতীকে নির্যাতন করেছিলেন বলে কোনও সমসাময়িক অভিযোগ পাওয়া যায়নি।এটা অবাক করার মতো বিষয় যে দোলা 2000 সালের 10ই নভেম্বর ফৌজদারি কার্যবিধির 144 ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করেছিলেন যে সরস্বতী বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন এবং 'মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের কারণে দু' বার ভুগছিলেন এবং খাদ্য, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং সেবাযত্নের অভাবে তিনি প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন 'এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে, খাদ্য এবং সেবাযত্নের অভাবে সরস্বতী ক্রমাগত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এবং তিনি তার মেয়ের সাথে থাকতে চান।উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে 2000 সালের 10ই নভেম্বর উল্টাডাঙ্গা থানার ওসি-কে নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করা হয় 14ই নভেম্বর, 2000-এর মধ্যে অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন জমা করার জন্য এবং বিরোধী পক্ষদ্বয় যথা গৌতম ও রানীকে 14ই নভেম্বর, 2000-এ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারি করার।এই ধরনের কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি এবং হঠাৎ 14 তারিখেই থানার ওসি-কে নির্দেশ দিয়ে একটি আদেশ জারি করা হয় যে 'আবেদনকারী তফসিল প্রাঙ্গণ থেকে আবেদনকারীর মাকে নিয়ে যাওয়ার সময় যাতে কোনও বাধা, অশান্তি সৃষ্টি করা না হয় যা শান্তি ভঙ্গের সামিল তা নিশ্চিত করার জন্য ।উক্ত কার্যধারায় শেষ পর্যন্ত 19শে নভেম্বর, 2000-এ একটি পুলিশ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল, যদিও 14ই নভেম্বর,

2000-এ এই ধরনের প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ ছিল।উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, তদন্ত চলাকালীন সরস্বতীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল এবং তিনি দোলা র সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।লিখিত বিবৃতিতে দোলা 14ই নভেম্বর, 2000 তারিখের আদেশের ভিত্তিতে সরস্বতীকে মামলা সম্পত্তি থেকে অপসারণের তারিখ প্রকাশ করেননি।এটা অবাক করার মতো বিষয় যে, 16ই নভেম্বর, 2000-এ দলিলগুলি কার্যকর করা হয়েছিল এবং প্রথম দলিলের মেমো 14ই নভেম্বর, 2000 তারিখে 1.23 ঘণ্টায় ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ক্লিয়ারিং অফিস, বোম্বে থেকে নেওয়া এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, দমদম পার্ক শাখা থেকে কেনা 2 লক্ষ টাকার একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে।একই তারিখে 13.40 ঘন্টায় সম্পাদিত দ্বিতীয় দলিলের মেমোতে 13ই নভেম্বর, 2000 তারিখে , 40,000/- টাকার পাঁচটি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট ইউবিআই, এসআর শাখা, মুম্বাই থেকে কেনা উল্লেখ করা হয়েছে।এইভাবে, দলিলগুলি সম্পাদন করার প্রায় তিন দিন আগে ড্রাফ্টগুলি তৈরি করা হয়েছিল।দলিলগুলির সম্পাদনই সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে আবৃত , যথা সরস্বতী যখন শিক্ষিত ছিলেন, তথাপি দলিলগুলি তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

17. তিনি যুক্তি দেখান যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনাক্রমে 2000 সালে বিক্রয় দলিল কার্যকর করার দিকে পরিচালিত হয় 4 লক্ষ টাকার বিনিময়। প্রায় 15 বছর পরে দলিলগুলির বিলম্বিত নিবন্ধকরণ, 144 ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার তীব্র তাড়াহুড়ো এবং 2000 সালের 14ই নভেম্বর গৌতম ও রানীর অনুপস্থিতিতে গৃহীত আদেশের ভিত্তিতে সরস্বতীকে মামলা সম্পত্তি থেকে অপসারণ এবং 2000 সালের 16ই নভেম্বর সরস্বতীকে মুম্বাইতে স্থানান্তরিত করা দলিলগুলির কার্যকরকরণ সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করে, যখন দীপকের পক্ষে দখল হস্তান্তরের ক্ষেত্রে রেকর্ডে কোনও প্রমাণ নেই এবং এইভাবে বিদ্বান আদালত দলিলগুলিকে অবৈধ ঘোষণা না করে আইনত ভুল করেছে।

18. জবাবে, শ্রী প্রবাল কুমার মুখার্জি বলেন যে মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরস্বতীর চূড়ান্ত মালিকানা স্বীকার করা হয়েছে এবং এমন কোনও প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়নি যার ভিত্তিতে দলিলগুলির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ করা যেতে পারে।

19. উত্থাপিত সমস্যার জটিলতাগুলি উদ্ঘাটন করার মূল চাবিকাঠি হল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা আবেদন এবং জবানবন্দি।অসম্পূর্ণতার সুনির্দিষ্ট মাত্রা তদন্ত করা এবং প্রাধান্য সহকারে সম্ভাবনার মূল বিষয়গুলি শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন।প্রমাণ এবং পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত অনুসিদ্ধান্ত অবশ্যই অনুমান বা অনুধ্যান থেকে সতর্কভাবে আলাদা করতে হবে। প্রমাণের মানকে ধরা বাঁধা সূত্রে রাখা যায় না। প্রমাণের মাত্রার উপর কোনও গাণিতিক সূত্র স্থাপন করা যায়নি।একটি দেয় মামলায় তথ্য এবং পরিস্থিতি থেকে সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

20. স্বত্বের ভিত্তিতে দখল পুনরুদ্ধারের মামলায় বাদীকে তার স্বত্ব প্রমাণ করতে হবে এবং আদালতকে সন্তুষ্ট করতে হবে যে তিনি আইনত বিবাদীদের মামলা সম্পত্তিতে থাকা তাদের

দখল থেকে বিতাড়িত করার এবং দখল ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী।প্রমাণের বোঝা এবং প্রমাণের দায়িত্বের মধ্যে একটি অপরিহার্য পার্থক্য রয়েছে; প্রমাণের বোঝা একজন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে যাকে সত্য প্রমাণ করতে হয় এবং যা কখনও পরিবর্তিত হয় না।

প্রমাণের দায়িত্ব পরিবর্তনশীল।এই ধরনের দায়িত্ব পরিবর্তন প্রমাণের মূল্যায়নের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।বর্তমান মামলায় দীপক তাঁর জেরা চলাকালীন বলেছিলেন যে সরস্বতী যে সম্পত্তি পেয়েছিলেন তা দেখানোর জন্য তাঁর কাছে কোনও দস্তাবেজ নেই। 2000 সালের 16ই নভেম্বর বিকেলে তিনি সম্পত্তির দখল পান এবং সেই দিনই সরস্বতী ও দোলা রেজিস্ট্রি অফিসে এসে চলে যান।তিনি আরও বলেন যে, পরের দিনই বিবাদীরা তাঁকে বাধাদান করে এবং যদিও তিনি ধারা 144-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, তবুও তিনি পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি।তিনি আরও বলেন যে, সরস্বতী বাংলা ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং বিনোদ গোস্বামী বলতে পারেন যে তিনি দলিলের মাধ্যমে দখল পেয়েছিলেন।কিন্তু বিনোদ গোস্বামীকে তলব করা হয়নি।

21. দীপক তার দাবি প্রমাণ করার দায়িত্বে ব্যর্থ হয়েছে যে তাকে মামলা সম্পত্তির দখলে দেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে তাকে জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছিল।তিনি উচ্চ মাত্রার সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হননি যাতে বিবাদীদের উপর দায়িত্ব স্থানান্তরিত করা যায়।এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা বিদ্বান আদালতের পর্যবেক্ষণে কোনও দুর্বলতা খুঁজে পাইনি যে বাদীর পক্ষে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোনও ডিক্রি জারি করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না যখন দখলের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং তাই মালিকানা মামলাটি বিদ্বান আদালত যথাযথভাবে খারিজ করে দিয়েছে।

তা ছাড়া, দীপক একজন অপরিচিত ক্রেতা এবং তাই তার যৌথ দখল দাবি করার অধিকার নেই।

22. তাদের পাল্টা দাবি অনুযায়ী, বিবাদীগণ এই ঘোষণার জন্য আবেদন করেছিলেন যে দলিলগুলি অবৈধ এবং গৌতম মামলা সম্পত্তির ন্যায্য সহ-মালিক এবং সরস্বতী বেনামী সম্পত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর স্বামীই প্রকৃত মালিক ছিলেন।

23. বিবাদীগণ এটা প্রমাণ করতে পারেননি যে দলিলগুলিতে যে বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ তা সরস্বতীর ছিল না এবং দলিলগুলি অবৈধ ছিল। দলিল সম্পাদনের ক্ষেত্রে জালিয়াতির অভিযোগ গৌতমের জবানবন্দির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না কারণ জেরা চলাকালীন তিনি বলেছিলেন যে তিনি 'দোলা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কখনও কোনও ফৌজদারি মামলা দায়ের করেননি যে তিনি আমার মায়ের দ্বারা একটি দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তি হস্তান্তর করেছিলেন'।

বিবাদীগণ দ্বারা নথিভুক্ত করা সাক্ষ্যগুলি নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে দলিলগুলির বৈধতা সম্পর্কিত আইনি অনুমানের কঠোরতা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না

যেহেতু দলিলগুলো নিবন্ধীকৃত ছিল।

24.গৌতম নিজেই তাঁর জেরা চলাকালীন বলেছিলেন যে তাঁর মা 'বিভাজনের মাধ্যমে স্যুট সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন' এবং তাঁর 'মা তাঁর জীবদ্দশায় আমার বাবার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন'।গৌতমের খুড়তুতো ভাই বাবিন চ্যাটার্জি তাঁর জেরা চলাকালীন বলেছিলেন যে 'সরস্বতী দেবী তাঁর মাতুলকূল থেকে সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছিলেন'। একারনে, উত্তরদাতাদের দাবি যে গৌতম স্যুট সম্পত্তির ন্যায্য মালিক ছিলেন এবং সরস্বতী বেনামী সম্পত্তিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁর স্বামীই আসল মালিক ছিলেন, তাদের দাঁড়ানোর কোনওজায়গা নেই।দলিলগুলি বাতিল করার প্রশ্ন উত্থাপিত হত যদি গৌতমের মালিকানা দলিলগুলির দ্বারা প্রভাবিত হত।তার জবানবন্দি চলাকালীন স্বীকার করেন যে তার মা সম্পত্তির পূর্ণ মালিক ছিলেন, তিনি তা পরিবর্তন করতে পারবেন না এবং উক্ত দলিলগুলি বাতিলের দাবি করতে পারবেন না একারনেই যেহেতু তা কোনও অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়নি বা কমপক্ষে কোনও সহ-অংশীদার দ্বারা এটি কার্যকর করা হয়নি।

25. এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিবাদীর আদালতের দ্বারা হস্তক্ষেপের পাল্টা দাবি প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত কোনও দুর্বলতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

26. তদনুসারে, আপিলগুলি খারিজ করা হয়।মামলাধীন রায় ও ডিক্রি সুনিশ্চিত করা হোলো।দলগুলি তাদের নিজস্ব খরচ বহন করবে।

27. সেই অনুযায়ী একটি ডিক্রি তৈরি করা হোক।

28. এই রায়ের একটি অনুলিপি এল. সি. আর সহ নিম্ন বিদ্বান আদালতে পাঠানো হোক।

29. রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে যত দ্রুত সম্ভব পক্ষগুলিকে মঞ্জুর করা হবে।

আপিল খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.